গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা দুপচাঁচিয়া উপজেলাধীন নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী দুপচাঁচিয়া উপজেলাধীন ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত (বদ্ধ) সরকারি জলমহালসমূহ শর্তসাপেক্ষে বাংলা ১৪৩০ সনের ০১ বৈশাখ হতে ১৪৩২ সনের ৩০ চৈত্র পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির নিকট থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। অনলাইনে আবেদন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, দুপচাঁচিয়া ও উপজেলা ভূমি অফিস, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য যে, **www.lams.gov.bd** লিংকে রেজিস্ট্রেশন করার পূর্বেই ৫০০/- টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে।

ক্রঃ নং	তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম
০১	০৬ মাঘ হতে ২৫ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত (২০ জানুয়ারি হতে ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)	অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিল।
০২	২৬ মাঘ হতে ২৯ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত (৯ ফেব্রুয়ারি হতে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল।

Scanned by TapScanner

শর্তাবলীঃ

১। আবেদনের সাথে সংগঠন/ সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি এবং ব্যাংক এ্যাকাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র ও নিবন্ধন সনদসহ ফরমে উল্লিখিত অন্যান্য সকল তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। কোন মৎস্যজীবি সমিতি কার্যকরী আছে কিনা তার জন্য নিবন্ধনকারী অধিদপ্তরের প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিল হবে। কোন অনিবন্ধিত সমিতি/সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

২। বিগত ০৩ (তিন) বছরের পর ইজারা মূল্যের সাথে ৫% অর্থ বৃদ্ধিতে সরকারি মূল্য নির্ধারণ করা হবে। উল্লেখ্য সরকারি মূল্যের চেয়ে কম মূলে ইজারা দেওয়া হবে না।

৩। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী শুধুমাত্র নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির অনুকূলে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে।

৪। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবি ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই কেবল সেই সমিতি আবেদন জমা দেয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

৫। মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবি নন তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না। আবেদনকারী সমিতির সকল সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবি কিনা এবং নিবন্ধনকৃত কিনা তা উপজেলা সমবায় অফিসার/সমাজবেবা অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করে আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

৬। কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠন দুটির অধিক জলমহাল বন্দোবস্ত পাবে না।

৭। ইজারা মেয়াদ বাংলা ১৪৩০ সনের ০১ বৈশাখ হতে বাংলা ১৪৩২ সনের ৩০ চৈত্র পর্যন্ত সময়ের জন্য বলবদ থাকবে।

৮। উপরে বর্ণিত যে কোন পর্যায়ে কোন জলমহালের অনুকূলে প্রাপ্ত কোন আবেদনপত্র সন্তোষজনক বলে গৃতীত হলে পরবর্তী পর্যায়ে সে জলমহালের জন্য তার কোন আবেদন ফরম বিক্রি হবে না। নির্ধারিত তারিখে কোন কারণে যদি সরকারি ছুটি ঘোষনা করা হয় তবে ছুটির পরদিন হতে আবেদন বিক্রি বা গ্রহণের তারিখ ও সময়সূচি প্রযোজ্য হবে।

৯। সরকারি মূল্যের ২০% অর্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দুপচাঁচিয়া, বগুড়ার অনুকূলে সরকারি তফসিলভূক্ত ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অডার আকারে আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে এবং ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার পে-অডার আবেদন ফি বাবদ জমা দিতে হবে। প্রত্যেক আবেদনকারী সমিতিকে আবেদনের সাথে আবেদনকারীর ০৩(তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সত্যায়িত করে সংযুক্ত করতে হবে। জামানতের ২০% অর্থ শেষ বছরের মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

১০। দরপত্র গৃহীত হওয়ার ০৭(সাত) দিনের মধ্যে প্রথম বছরের সমুদয় ইজারামূলসহ ১৫% অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও ৫% অর্থ আয়কর পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় দাখিলকৃত জামানত সরকারের অনুকূলে স্বয়ংক্রিয় ভাবে বাজেয়াপ্ত হবে।

১১। ইজারা প্রদত্ত জলমহালের সমুদয় অর্থ পরিশোধ করার ০৭(সাত) দিনের মধ্যে প্রত্যেককে নিজ দায়িত্বে ৩০০/- (তিনশত)টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারাপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে আনুষ্ঠানিকভাবে জলমহালের দখল গ্রহণ করতে হবে।

১২। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনপত্র চুড়ান্তভাবে অনুমোদিত না হলে ইজারা বাতিল বলে গন্য হবে।

১৩। ইজারাদার কর্তৃক কোন অবস্থাতেই ইজারাকৃত জলমহালের সম্পূর্ণ বা আংশিক কাহারো নিকট হস্তান্তর বা সাব-লীজ প্রদান করা যাবে না। অনুরুপ অভিযোগ প্রমাণিত হলে ইজারা বাতিল করা হবে এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারা মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ঐ ইজারা গ্রহীতা সমিতি পরবর্তী ০৩(তিন) বছর কোন ইজারার জন্য আবেদন করতে পারবে না।

১৪। আবেদনপত্র অনুমোদন হওয়ার পর অনুমোদিত জলমহালের ইজারা গ্রহীতা সমিতির অনুকূলে আলাদাভাবে পত্রজারি করা হবে ও অনুমোদিত সমিতির তালিকা অফিসের নোটিশ বোর্ডে লটকানো হবে।

Scanned by TapScanner

১৫। ইজারা প্রদান বিলম্বের জন্য ইজারা অর্থ আংশিক বা হারাহারিভাবে প্রদেয় হবে না অথবা খাসে আদায়কৃত অর্থও ইজারাদারকে প্রদান করা হবে না।

১৬। অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া বরাবরে দাখিল করতে হবে। আবেদনপত্রের খামে জলমহালের নাম ও ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

১৭। মাছ ধরার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনসমূহ এবং বিভিন্ন সময় জারিকৃত সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুসরণ ইজারাদারের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

১৮। উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, জলাশয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যে কোন সময় জলমহাল পরিদর্শনের সুযোগ দিতে ও পরিদর্শন কাজে সহায়তা করতে ইজারা গ্রহীতা বাধ্য থাকবেন।

১৯। বছরের যে সময়ে ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ০১ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দে হতে কার্যকর বলে গন্য হবে।

২০। ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশ প্রদান করে ইজারা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

২১। ইজারা গ্রহীতা সমিতি/সংগঠন জলমহালের আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবেন না এবং জলাশয় সীমানা অক্ষুন্ন রাখাতে হবে।

২২। জলমহালের পারসহ সীমার ভিতরে কোন ধরনের অবকাঠামো নির্মান করা যাবে না।

২৩। মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠন এর কোন জঙ্গী সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বে কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধ খেলাফি হয়ে থাকলে বা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতির অনুকূলে জলমহালে বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

২৪। সমবায় অধিদপ্তর বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধোনকৃত প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠন/মৎস্যজীবি সমিতি এবং বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা অনুসরণে, কেবল মাত্র সংশ্লিষ্ট জলমহালের চারিপার্শ্বে বসবাসরত (ক) বেকার যুবক (খ) মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধার সন্তান (গ) যুব মহিলা (ঘ) বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা (ঙ) আনছার ভিডিপি ও গ্রাম পুলিশ সদস্য (চ) দরিদ্র ও অ-সচ্ছল ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত ও সমবায় অধিদপ্তর কিংবা সমাজসেবা অধিদপ্তর স্থানীয় অফিসে নিবন্ধীত একক সমিতি আবেদন করতে পারবেন।

২৫। জলমহালের সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক দরপত্র দাখিল করবেন। অন্যথায় পরবর্তীতে কোন আপাত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ সুমন জিহাদী)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহবায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

Scanned by TapScanner